যুগান্তর

তারিখ 08 APR 2007
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

গোলটেবিল বৈঠকে অভিমত

শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু ছাড়া উচ্চশিক্ষার মান বাড়বে না

ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীতে শনিবার এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেছেন, শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু ছাড়া উচ্চ শিক্ষার মান বাড়বে না। যতই আইন করা হোক, শিক্ষকদের বিবেকের কাছে জবাবদিহি করা ছাড়া ফল আসবে না।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ১৯৭৩ সালের আইনে শিক্ষকদের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধতার যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, তার মর্যাদা তারা রাখতে পারেননি। কেউ যাতে শিক্ষকতার পাশাপাশি 'রাজনীতি'কে পেশা হিসেবে নিতে না পারেন সেজন্য আইন করা জরুরি।

শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ২০ বছরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন' শীর্ষক এ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে নাগরিক সংহতি। এতে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক এএসএম আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক সাহাবুল হক সাবু। আলোচনায় অংশ নেন— দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক সদস্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা, ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান, বুয়েটের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আলী মুর্তাজা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-

চালু : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৫

চালু : পদ্ধাত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসআই খান, অধ্যাপক গালিব আহসান খান, ড. রশিদ-ই-মাহবুব, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, ড. আসিফ নজরুল, ড. শামসুল আলম, ড. এম শামসুর রহমান, শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন, তুষার রহমান, শেফারুল শেখ প্রমুখ।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ছাত্র-শিক্ষকের দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষকদের কারণেই ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। আইনেই শিক্ষক-ছাত্রের দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ রয়েছে। প্রত্যেকের কর্মপরিধি নির্ধারিত রয়েছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান বিভিন্ন নির্বাচন প্রক্রিয়া বন্ধের পক্ষে মত প্রকাশ করে বলেন, শিক্ষকরা 'কোড অব কনডাক্ট' মেনে চললে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সমস্যা কমে যাবে।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্টার গ্রাজুয়েটসহ সিনেটে যে বিভিন্ন প্রতিনিধি থাকে, তাতে সমাজের সত্যিকার প্রতিনিধিত্বের প্রতিফলন ঘটে না। দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুর বিদেশে অবস্থানরত তাদের পণ্ডিতদের সমান সুযোগসুবিধা দিয়ে দেশে ফিরিয়ে এনে দ্রুত উন্নতি ঘটিয়েছিল। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনটা দেয়া হয়েছিল একাডেমিক। কিন্তু তা যথার্থভাবে অনুসরণ করা হয়নি। শিক্ষক নিয়োগের সিলেকশন কমিটির 'এক্সটারনালের' -ধারণাই পাল্টে দেয়া হয়েছে। একসময় বিদেশ থেকে বিষয়ভিত্তিক 'বিশেষজ্ঞ' আনা হতো। এখন দেশের ভেতরের অন্য বিশ্ববিদ্যালয় তো দূরের কথা, নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য বিভাগের ব্যক্তিকে এ পদে বসানো হয়। ফলে নিয়োগে যা হওয়ার তাই হয়।

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বায়ত্তশাসন' উপাচার্যরা নিজেদের স্বায়ত্তশাসনে পরিণত করে ফেলেছেন। ফলে অন্যরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেও তা টেকে না। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আইনগুলোতে বৈষম্য রয়েছে।

উচ্চশিক্ষা কার্যক্রমকে গতিশীল রাখতে ছাত্ররাজনীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদেরও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা দরকার। ছাত্র-শিক্ষকদের রাজনীতির কারণে নিম্নমানের শিক্ষা এবং সেশনজট সৃষ্টি হচ্ছে। বিগত চার বছর ইউজিসি কোন দুর্নীতি করেছে প্রমাণ করতে পারলে তিনি চাকরি ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক গালিব আহসান খান বলেন, শিক্ষকরা শিক্ষকতার পাশাপাশি রাজনীতিকে যেন পেশা হিসেবে নিতে না পারেন, সে জন্য আইন করা জরুরি। নিয়োগের ১২ বছরের মধ্যে কোন শিক্ষক পিএইচডি করতে না পারলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নির্বাচনে দাঁড়াতে দেয়া যাবে না। আর একজন শিক্ষক ছয়বারের বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না— এই নিয়ম করা জরুরি।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসআই খান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া যাবে না। অনতিবিলম্বে শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যতদিন শিক্ষককে 'উপযুক্ত' হিসেবে মূল্যায়ন করবে, ততদিন চাকরি থাকবে। এটা চালু হলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দুর্বৃত্তায়ন, দুর্নীতি ও অনিয়ম অনেকাংশেই বন্ধ হবে।

বুয়েটের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আলী মুর্তাজা দায়িত্ব পালনকালে কোন দুর্নীতি করেননি বলে দাবি করেন। তিনি সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে না পারলে এদেশের উচ্চ শিক্ষার ধস ঠেকানো যাবে না। কেননা এখনও দেশের ৮৫ ভাগ উচ্চ শিক্ষাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রদান করে। ড. রশিদ-ই-মাহবুব বলেন, সৎ উপার্জন দিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্তান পড়ানো সম্ভব নয়।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ ইউজিসির উচ্চ শিক্ষার ২০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করেন। ড. আসিফ নজরুল শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালুর ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষকদের মধ্যে যার কারণে পরীক্ষার ফল প্রকাশ বিলম্ব হবে তার নাম নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দেয়া হোক। মূল প্রবন্ধে সাহাবুল হক ইউজিসির ২০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ, বিশ্ববিদ্যালয় আইন পরিবর্তন ও সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি 'আমব্রেলা আইন' প্রণয়নসহ ৯টি সুপারিশ করেন।